رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্‌র দানশীলতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্‌র দানশীলতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে (ব্যক্তি) আমার উপর জুমার রাতে ও জুমার দিনে একশ বার দরূদ শরীফ পা করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার একশটি হাজত পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের আর ৩০টি দুনিয়ার।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৩৫)

উন পর দুরূদ জিন কো কাশে বেকাশা কেহে,
উন পর সালাম জিন কো খবর বেখবর কি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❈ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❈ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু’জানু হয়ে বসব। ❈ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❈ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

❈ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❈ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❈ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ❈ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পা করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❈ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পা করে বয়ান করব। ❈ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❈ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❈ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❈ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❈ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❈ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্‌র দানশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ জাহাবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন; একবার হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্‌ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর নিকট রাতে হাদরামাউত থেকে সাত লাখ (৭,০০,০০০) দিরহাম এসে পৌঁছলে তিনি খুব অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর সম্মানীত স্ত্রী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهَا আরয করলেন: আলীজাহ! আপনার কি হয়ে গেলো? বললেন: আমি চিন্তিত, যেই বান্দার রাত **আল্লাহ্‌ তাআলা**র দরবারে ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত হয়, ঘরের মধ্যে এই পরিমাণ সম্পদের উপস্থিতিতে আজ তার দরবারে কিভাবে উপস্থিত হবো? তখন তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর স্ত্রী আরয করলেন: এতে চিন্তিত হওয়ার কি আছে? আপনি আপনার গরীব বন্ধুদের কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন? সকাল হওয়া মাত্রই তাদেরকে ডেকে সমস্ত সম্পদ তাদের মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বললেন: **আল্লাহ্‌ তাআলা** আপনার উপর দয়া করুন, আপনি তো নেককার পিতার নেককার কন্যা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জেনে নিন, এই নেককার পিতার নেককার কন্যা আর কেউ নন, বরং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর শাহজাদী এবং চোখের মণি। অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলছুম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهَا ছিলেন:

এমনকি সকাল হওয়া মাত্রই হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্‌ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে সম্পদ বন্টন করা শুরু করে দিলেন এবং এর থেকে কিছু অংশ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। বন্টন করার সময় তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ এর সম্মানীত স্ত্রী তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ কে আরয করলেন: হে আবু মুহাম্মদ! এই সম্পদের মধ্যে আমাদের কি কোন অংশ রয়েছে? তিনি বললেন: আপনি কোথায় ছিলেন? ঠিক আছে যেগুলো অবশিষ্ট রয়েছে, তা আপনি নিয়ে নিন।

বললেন: যখন আমি এর হিসাব করলাম, তখন সাত লাখ (৭,০০,০০০) থেকে শুধুমাত্র এক হাজার (১০০০) দিরহাম অবশিষ্ট ছিলো।

(সিয়র ইলামুন্নাবলা, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্, ... শেষ, ৩/১৯, নং ৭ সংকলিত)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মধ্যে দানশীলতা ও ইছারের উৎসাহ উদ্দীপনা কি পরিমাণ ভরপুর ছিলো। সাধারণত মানবীয় স্বভাবের মধ্যে এই কথা বিদ্যমান যে, যখন তার কাছে কোন জায়গা থেকে অধিক সম্পদ এসে যায়, তখন সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায়, নিত্য নতুন পদবী লাগিয়ে থাকে। ঐ সম্পদকে জায়েয ও নাজায়েয কাজে খরচ করে থাকে, নেক কাজের মধ্যে খরচ করতে গড়িমসি করে, আরো অধিক সম্পদ পাওয়ার লোভ লালসায় প্রত্যেক জায়িয ও নাজায়িয মাধ্যম গ্রহণ করে থাকে। তারপর দীর্ঘ ও উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়ে **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। কিন্তু উৎসর্গ হোন! হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাদানী চিন্তার উপর। অধিক সম্পদ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝে সামান্য পরিমাণও উদাসীনতা আসেনি। বরং এটা ছাড়া **আল্লাহ্** ভীতি আরো বেড়ে গেলো। অতঃপর তাড়াতাড়ি মাদানী চিন্তা ধারণকারী তাঁর সম্মানীত স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পরামর্শ ক্রমে **আল্লাহ্ তাআলার** উপর ভরসা করে ঐ দিরহাম অর্থাৎ (রৌপ্য মুদ্রা) নিজের আপন সঙ্গীদের মাঝে বন্টন করে দানশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের আশ্চর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করলেন।

মে ছব দৌলত রাহে হক মে লুটা দোঁ,
শাহা এ্যয়ছা মুঝে জযবা আতা হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জমাদিউল আখিরের মাস চলমান রয়েছে। এই মাসের মধ্যে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ইন্তিকাল হয়। আসুন! এই প্রসঙ্গে আজ হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার জীবনের একটা দিকে "দানশীলতা"র ব্যাপারে কিছু শুনি:

সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নাম ও বংশ

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেন; তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নাম তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ বিন ওসমান কুরাশী তায়মীঅ আর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মতো তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বংশনামা সাত পুরুষের মধ্যে (কা'ব বিন মুর্‌রা-র মধ্যে গিয়ে) **মাহবুবে খোদা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

(শরহে সুনান আবি দাউদ লিল আইনী, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইয়াসতারুল মুসাল্লাহ্, ৩/২৪২, হাদীস- ৬৬৬ এর ব্যাখ্যা)

আকৃতি মোবারক

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ হাকীম নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আকৃতি মোবারক বর্ণনা করে বলেন: তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সাদা রং বিশিষ্ট, মধ্যম উচ্চতা, প্রশস্ত বক্ষ এবং প্রশস্থ কপালের অধিকারী ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন কারো দিকে মনোনিবেশ হতেন, তখন পরিপূর্ণ ভাবেই মনোনিবেশ করতেন। সুন্দর চেহারা এবং পাতলা নাক বিশিষ্ট ছিলেন। (মুসতাদরাক, কিতাব মারিফাতুস সাহাবা, হুলিয়া তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ , ৪/৪৫০, নং- ৫৬৪১)

তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উপাধী সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মতো বেশি পরিমাণে দানশীলতা ও আতিথেয়তা করতেন যে, রাসূলের দরবার থেকে তাঁকে তালহাতুল ফায়য়াদ, তালহাতুল জুদ এবং তালহাতুল খাইর এর মতো মোবারক উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছিলো।

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ নিজেই বর্ণনা করেন; উহুদের যুদ্ধের দিন **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে তালহাতুল খাইর, উশাইরা যুদ্ধের মধ্যে তালহাতুল ফায়য়াদ এবং হুনাইনের যুদ্ধের মধ্যে তালহাতুল জুদ উপাদীতে ভূষিত করেন।

(মুজামুল কবীর , মিন ফদ্বাইলিহি, ১/১১২, হাদীস- ১৯৭)

নুমায়া হে ইসলাম কি গুলিস্তা মে,
হার এক গুল পে রঙ্গে বাহারে সাহাবা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

উপাধীতে ভূষিত করার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুর রউফ মুনাভি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বর্ণনা করেন; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে এই সমস্ত উপাধীতে ভূষিত করার কারণ হলো; তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর অধিক দানশীলতা। উদাহরণস্বরূপ- ❈ একবার তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ সাত লাখ টাকার জমি বিক্রি করেন এবং সব টাকা গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেন। ❈ একবার তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর নিকট কোন আত্মীয় কিছু চাইলে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের কাছ থেকে তিনশত দিরহাম বা দীনার দান করলেন। ❈ তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ প্রতি বছর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর খেদমতে দশ হাজার দিরহাম পাতেন।

(ফয়যুল কদীর, হরফে ত্ব, ৪/৩৫৭, হাদীস- ৫২৭৪ এর ব্যাখ্যা)

না চাইলেও দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা কবিছা বিন জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন; আমি হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর চেয়ে বড় কাউকে দেখিনি, যিনি না চাওয়া লোকদের মাঝেও অধিক সম্পদ বন্টন করতেন।

(মুজামুল কবীর, মিন ফদ্বায়িলিহি, ১/১১১, হাদীস- ১৯৪)

www.dawateislami.net

তিন লাখ দিরহাম দান করে দিলেন

এক বেদুঈন হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার আত্মীতার নামে কিছু চাইলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমার কাছে আজ পর্যন্ত কেউ আত্মীতার নামে কোন কিছুই চায়নি। আমার একটি জমি রয়েছে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মূল্য তিন লাখ (৩,০০,০০০) বলেছেন। যদি চাও তবে ঐ জমিটি নিয়ে নিতে পারো। আর যদি চাও আমি তা আমীরুল মু'মিনীনের হাতে বিক্রি করে তার টাকাটা তোমায় দিয়ে দিবো। সে বললো: আমার টাকা চাই। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঐ জমিটি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট বিক্রি করে দিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে নগদ টাকা দিয়ে দিলেন। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৩/৭৫৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ভাবে **জান্নাতের মালিক, নেয়ামতের বন্টনকারী, মাদানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার অনেক সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বিভিন্ন সময়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন এবং দুনিয়ার মধ্যেই তাদের জান্নাতী হওয়ার ঘোষনা করে দেন। কিন্তু দশ (১০) জন এমন প্রসিদ্ধ ও সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان রয়েছে, যাদেরকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মিম্বর শরীফে দাঁড়িয়ে এক সাথে তাঁদের নাম নিয়ে জান্নাতী হওয়ার ঘোষনা দেন। ইতিহাসে ঐ সৌভাগ্যবানদের উপাধী হলো; "আশারায়ে মুবাশ্‌শারা"। হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঐ আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভূক্ত।

ওয়ো দশোঁ জিন কো জান্নাত কা মুছদা মিলা,
উছ মোবারক জামায়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

এমনকি হাদীসে মোবারকার অনেক জায়গায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ফযীলত ও প্রসংশা বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এই প্রসঙ্গে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী শুনি:

(১) “مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى شَهِيْدٍ يَمْشِى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ অর্থাৎ যে জমিনে জীবিত শহীদের সাথে সাক্ষাৎ করে খুশী হতে চায়, সে যেন তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দেখে নেয়।”

(তিরমিযী, কিতাবুল মানকিব, বাব মানকিব আবি মুহাম্মদ তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্, ৫/৪১২, হাদীস- ৩৭৬০)

(২) “طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَاىَ فِى الْجَنَّةِ অর্থাৎ তালহা ও যুবাইর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) জান্নাতের মধ্যে আমার প্রতিবেশী হবে।”

(তিরমিযী, কিতাবুল মানকিব, বাব মানকিব আবি মুহাম্মদ তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্, ৫/৪১৩, হাদীস- ৩৭৬২)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ উভয় হযরত (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) জান্নাতের মধ্যে আমার খুব নিকটেই হবে। প্রতিবেশী নিকটেই হয়ে থাকে, পাশেই থাকে। (আরো বর্ণনা করেন) এই সুউচ্চ ইরশাদে ঐ দুই হযরতগণ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) মু’মিন মুত্তাকী হওয়া, তাদের শেষ পরিণতি ভাল হওয়া, কবরের পরীক্ষায় সফলতা, হাশরের মাঠে মুক্তি, পুলছিরাত ভালভাবে অতিক্রম, জান্নাতে প্রবেশ, সেখানকার জায়গা সব কিছু বলে দেওয়া হয়েছে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৪০) আসুন! এখন কৃপণতা, দানশীলতা, দানশীল ও কৃপণের সংজ্ঞাও শুনি:

কৃপণতার পরিচয়

কৃপণতার শাব্দিক অর্থ সংকীর্ণমনা এবং যেখানে খরচ করা শরয়ীভাবে বা অভ্যাসগত ভাবে অথবা ভদ্রতাস্বরূপ আবশ্যক, সেখানে খরচ না করাটাকে কৃপণতা বলা হয়। বা যেই জায়গায় সম্পদ ও পন্য খরচ করাটা জরুরী, সেখানে খরচ না করাটাও কৃপণতা। (আল হাদীকাতুন নাদিয়াহ, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা। মুফরাদাত আল ফাজুল কোরআন, ১০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দানশীলতার পরিচয়

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইহ্ইয়াউল উলুম-এর মধ্যে দানশীলতার পরিচিতি এভাবে বর্ণনা করেন: অনর্থক খরচ এবং কৃপণতা, এমনকি প্রশস্থতা ও সংকীর্ণতার মধ্যম পন্থার নাম দানশীলতা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/৭৮০)

দানশীল ও কৃপণের পরিচয়

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; আরবদের রীতির মধ্যে সাধারণত দানশীল তাকেই বলে, যে নিজেও খায় অপরকেও খাওয়াই। অসীম দাতা নিজে খায় না, অপরকে খাওয়াই। এই জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**কে দানশীল বলা হয় না, অসীম দাতা বলা হয়। দানশীলের বিপরীত কৃপণ, যে নিজে খায় অপরকে খাওয়ায় না। অসীম দাতার বিপরীত হচ্ছে সম্পদ জমাকারী। (মিরআতুল মানাজীহ, ১/২২১)

আল্লাহ্ তাআলার সমস্ত দুনিয়াবী আখিরাতের নেয়ামত সব দুনিয়ার জন্য, তার নিজস্ব সত্ত্বার জন্য নয়। স্মরণ রাখবেন! ওয়াজীব হক (যাকাত ইত্যাদি) আদায় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করে সম্পদ জমা করতে থাকা বেদনাদায়ক শাস্তির কারণ। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** ১০ম পারা সূরা তাওবা-র ৩৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> আর ঐসব লোক যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না। তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির। (পারা- ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ৩৪)

হযরত সদরুল আফাযীল মাওলানা সয়্যিদ মুফতী নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আয়াতে মোবারকার এই অংশ "**আল্লাহ্**র পথে ব্যয় করে না" এর প্রসঙ্গে বলেন: কৃপণতা করে এবং সম্পদের হক আদায় করে না, যাকাত দেয় না, এই আয়াত যাকাত অস্বীকারকরীদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়।

www.dawateislami.net

১৫ পারা সূরা বনী ইসরাঈল-এর ১০০ নং আয়াতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿۱۰۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন; যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভান্ডার সমূহের মালিক হতে, তবে সেগুলোকেও ধরে রাখতে এ আশঙ্কায় ব্যয় হয়ে যায় কিনা এবং মানুষ অতিশয় কৃপণ।

(পারা- ১৫, সূরা- বনী ইসরাঈল, আয়াত- ১০০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! ধন-সম্পদ কারো কাছে না সব সময় থাকে, না ভবিষ্যতেও থাকবে। এই কারণে যদি **আল্লাহ্ তাআলা** কোন সৌভাগ্যবানকে এই নেয়ামত দান কারেণ, তবে তার উচিত যে, সে এই নেয়ামতের সম্মান করে এবং এটার অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকে। এই ধ্বংসযজ্ঞ ধন-সম্পদ প্রয়োজন ছাড়া যেন জমা না করে। বরং সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, সময়ে সময়ে **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় খরচ করে নিজেকে দানশীলতার মনি মুক্তায় সাজায়। স্মরণ রাখবেন! যে ব্যক্তি দানশীলতা ছাড়া কৃপণতার মাধ্যমে কাজ আদায় করে, তার অন্তরের প্রশান্তি সৌভাগ্য হয় না। এই ধরণের ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করে না, নেকীর কাজে খরচ করাকে অনর্থক খরচ মনে করে। অবশ্য যদি কখনো কোন নেক কাজে অংশ নেয়, তখন অবস্থা এমন হয় যে, কিছু পয়সা যেগুলো পকেটে ভারী হয়ে পড়ে থাকে বা পকেটের সবচেয়ে ছোট ও পুরানো নোট যেটা বিভিন্ন জায়গায় ছিড়ে গেছে, গলে গেছে, তা দিয়ে অধিক সাওয়াব বা নাম ঘোষনার আশা পোষণ করে। কৃপণ লোক সম্পদ জমা করে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করে। হকদারদের বঞ্চিত করে তাদের অসন্তুষ্টি কিনে নেয়, তাদের দোয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখে। মানুষদেরকে নিজের ব্যাপারে অপবাদ, খারাপ ধারণা এবং গীবতের মধ্যে সম্পৃক্ত করে। আর এই কৃপণতার কারণে যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি ওয়াজীব সদকা আদায় করার ক্ষেত্রে গড়িমসি করে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট করে এবং নিজেকে জাহান্নামের অধিকারী বানায়। আসুন! কৃপণতার ধ্বংস সম্পর্কে **রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনি:

(১) "اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَبْغَضُ الْبَخِيْلَ فِيْ حَيَاتِهِ السَّخِيَّ عِنْدَ مَوْتِهِ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, যে সারা জীবন কৃপণতা করে, আর মৃত্যুর সময় দান করে।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, আল বাবুস সানি, আল ফছলুল সানি, হরফুল বা, আর বুখল, ৩য় খন্ড, ২/১৮০, হাদীস- ৭০৭৩)

(২) "مَامَحَقَ الْاِسْلَامُ شَيْأً مَّحَقَ الشُّحِّ অর্থাৎ ইসলাম কোন জিনিসকে এমন ভাবে নিঃশেষ করেনি, যেভাবে নিঃশেষ করেছে কৃপণতাকে।"

(মুজামু আউসাত, মিন ইসমিহি ইব্রাহীম, ২/১৫১, হাদীস- ২৮৪৩)

(৩) "দানশীলতা জান্নাতের একটি গাছ, আর যে দানশীল হলো সে ঐ গাছের ডাল ধরলো। ঐ ডাল তাকে ছাড়বে না, যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আর কৃপণতা জাহান্নামের একটি গাছ, আর যে কৃপণ হলো সে তার ডাল ধররো এবং সে তাকে ছাড়বে না, যতক্ষণা না সে তাকে আগুনে প্রবেশ করায়।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি জুদু সাখা, ৭/৪৩৫, হাদীস- ১০৮৭৭)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই শেষ হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ দানশীলতার মূল জান্নাতের মধ্যে এবং সেটার শাখা প্রশাখা দুনিয়ার মধ্যে অথচ দানশীলতার অনেক প্রকার রয়েছে। এই জন্য বলা হয়েছে যে ঐ গাছের ডালপালা দুনিয়ার মধ্যে বিস্তৃত, যেমনভাবে কোরআনুল করীম ইরশাদ করেন; কলেমা তায়্যিবার সেখড় মুসলমানদের অন্তরে, আর শাখা-প্রশাখা আসমানে এবং এটা সব সময় তার ফল দিয়ে থাকে। ঐ আয়াতের মধ্যেও উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই হাদীসের মধ্যেও উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। (আরো বর্ণনা করেন) শরীয়াতে দানশীলতার সবনিম্ন পর্যায় হলো এটাই যে, মানুষ ফরয সদকা আদায় করবে। আর তরীকতের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায় হলো যে, শুধু ফরযের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, নফল সদকা ও দিবে। হাকীকত ও মারিফাতের সর্বনিম্ন পর্যায় হলো যে, নিজের প্রয়োজনীয়তার পর অপরের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিবে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্মরণ রাখবেন! যেভাবে **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করা মানুষের নিজের জন্য উপকারী। তেমনি ভাবে কৃপণতার দ্বারা কাজ আদায় করা সেটা তার নিজের জন্য ক্ষতির কারণ, নেকীর কাজের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর দানশীল বান্দাদের মনোনীত করেণ। যে অন্তর খুলে **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করে এবং বেশি বেশি সদকা ও খায়রাত করে আর অভাবী লোকদের দান করে নদী প্রবাহিত করে। কিন্তু এটা ছাড়াও তার ব্যবসা ও সম্পদের আশ্চর্য্য জনক বরকত ও উন্নতী হতে থাকে। যখন কৃপণের এই অবস্থা হয় যে, অধিক ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কম খরচ করে। যার কারণে ওয়াজীব সদকা, নফল আদায় করার ক্ষেত্রে নেকীর কাজে খরচ করতে এবং **আল্লাহ্**র সৃষ্টির প্রতি সাহায্য করতে সারা জীবন গড়িমসি করে যে, কখনো আমার সম্পদ কমে না যায়। শেষ পর্যন্ত একদিন মৃত্যুর ফেরেস্তা তার নিকট চলে আসে এবং তার মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পদ তার ওয়ারিশদের কাছে চলে যায়। আসুন! এই প্রসঙ্গে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "উয়ূনুল হিকায়াত" প্রথম খন্ড ৭৪ পৃষ্ঠায় কৃপণতার পরিণামের ব্যাপারে এক ভয়ানক ঘটনা শুনি: যেমন-

কৃপণতার পরিণাম

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন; আমাদের আগের সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলো, যে অনেক ধন-সম্পদ জমা করলো এবং তার অনেক সন্তানও ছিলো। বিভিন্ন ধরণের নেয়ামত তার কাছে আসতো, অধিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে খুব কৃপণ ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় কিছুই খরচ করতো না। সব সময় এই চেষ্টায় থাকতো যে, কিভাবে আমার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। যখন অনেক বেশি সম্পদ জমা করে ফেললো, তখন নিজেকে নিজে বলতে লাগলো; এখন তো আমি খুব আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহিত করবো। অতঃপর সে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে খুব আরাম আয়েশে থাকতে লাগলো।

www.dawateislami.net

অনেক সেবক হাত বেঁধে তার হুকুমের অপেক্ষায় থাকতো। মোট কথা; সে দুনিয়ার আরাম আয়েশে এ ভাবেই মগ্ন ছিলো যে, নিজের মৃত্যুর কথা একেবারেই ভুলে গেলো। একদিন মালাকুল মওত হযরত সায়্যিদুনা আজরাইল عَلَيْهِ السَّلَام এক ফকীরের বেশে তার ঘরে আসলো এবং দরজা করাঘাত করলো, গোলাম তাড়াতাড়ি দরজার দিকে দৌঁড়ে গেলো, আর যেই মাত্র দরজা খুললো, তখন সামনে একটি ফকীর দেখলো। সে বললো: তুমি এখানে কি জন্য এসেছো? মালাকুর মওত عَلَيْهِ السَّلَام উত্তর দিলেন: তোমার মালিককে বাইরে পাও, তার সাথে আমার কাজ রয়েছে। খাদিমরা মিথ্যা বলে বললো: তিনি তোমার মতো ফকীরদের সাহায্য করতে বাইরে গিয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام কিছুক্ষণ সময় পর পুনরায় দরজায় করাঘাত করলেন, গোলাম বাইরে আসলে তাকে বললো: যাও! আর তোমার মুনীবকে বলো আমি মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام। যখন ঐ সম্পদশালী লোক এই কথা শুনলো, তখন খুব ভয় পেলো, আর তার গোলামকে বললো: যাও! এবং তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বলো। খাদিম বাইরে আসলো এবং সায়্যিদুনা মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام কে বলতে লাগলো: আপনি আমার মুনীবের জায়গায় অন্য কারো রূহ কবজ করুন এবং তাকে ছেড়ে দিন। **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে বরকত দান করুন। হযরত সায়্যিদুনা মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: এমনটি কখনো হবে না। তারপর মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং ঐ সম্পদশালী লোকটি বললেন: তুমি যা অছিয়ত করার করে নাও। আমি তোমার রূহ বের করা ছাড়া এখান থেকে যাবো না। এটা শুনে ঘরের সবাই চিৎসার দিয়ে উঠলো এবং কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। ঐ ব্যক্তি তার ঘরের সদস্য ও গোলামদের বললো: স্বর্ণ, রৌপ্য ভর্তি আলমারী ও শবদেয় ঘর খুলে দাও এবং আমার সমস্ত সম্পদ আমার সামনে নিয়ে আসো। তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করা হলো এবং সম্পদ তার পায়ের সামনে স্তুপ করে রাখা হলো। ঐ ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার নিকটে আসলো, আর বলতে লাগলো: হে অপদস্ত ও খারাপ সম্পদ! তোমার উপর অভিশাপ! তুমিই আমাকে **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণ থেকে উদাসীন রেখেছো। তুমিই আমাকে আখিরাতের প্রস্তুতি থেকে বিরত রেখেছো। এটা শুনে ঐ সম্পদ তাকে বলতে লাগলো: তুমি আমাকে তিরস্কার করো না,

তুমি কি সেই নও যে দুনিয়াবাসীদের চোখে সর্বনিম্ন ছিলে? আমি তোমার সম্মান বাড়িয়েছি! আমার কারণে তোমার নিপুনতা বাদশার দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছে। নতুবা গরীব ও নেককার লোক সেখানে পৌঁছতে পারে না। আমার কারণে তোমার বিয়ে শাহ্‌জাদী ও অভিজাত বংশীয়দের সাথে হয়েছে। নতুবা গরীব লোক তাদের কিভাবে বিয়ে করতে পারে। এখন এটাতো তোমার দূভাগ্য যে, তুমি আমাকে শয়তানী কাজের মধ্যে খরচ করেছো। যদি তুমি আমাকে **আল্লাহ্‌ তাআলার** কাজের মধ্যে খরচ করতে, তবে এই অপদস্ত ও অসম্মান তোমার তাকদীরে থাকতো না। আমি কি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমাকে নেক কাজের মধ্যে খরচ করো না? আজকের দিনে নয় বরং তুমি অধিক তিরস্কার ও অভিশাপের হকদার।

আজললে না কিসরা হি ছোড়া না দারা, ইসি ছে সিকান্দার সা ফাতেহ ভি হারা।
হার এক লে কি কিয়া কিয়া না হাসরত সুধারা, পড়া রহ গেয়া সব ইউ হী ঠট সারা।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহিহে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভালবাসার চাবি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে কোন না কোন সীমা পর্যন্ত এই ইচ্ছাটা অবশ্যই রয়েছে যে, আমি **আল্লাহ্‌ তাআলার** পছন্দনীয় ও প্রিয় বান্দা হয়ে যাবো। অথচ **আল্লাহ্‌ তাআলার** ভালবাসা পাওয়ার জন্য আবশ্যক হচ্ছে যে, বান্দা দুনিয়া থেকে অমনোযোগী হয়ে যাবে। যেমনি ভাবে **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা **আল্লাহ্‌ তাআলার** প্রিয় হতে চাও, তবে দুনিয়া থেকে অমনোযোগী হয়ে যাও।" (কুতুল কুলুব, আল ফসলুত তাসে ওয়াল ইশরুনা, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো; **আল্লাহ্‌ তাআলার** প্রিয় হওয়ার জন্য দুনিয়ার অনাকাঙ্ক্ষী হওয়াটা জরুরী এবং দুনিয়ার প্রতি অনাকাঙ্ক্ষী হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন; শায়খ আবু তালেব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন:

দুনিয়ার প্রতি অনাকাঙ্ক্ষী হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম দানশীলতাকে নিজের করে নিতে হবে। কেননা, যে দানশীল নয় সে দুনিয়ার অনাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না এবং যে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয় না সে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় হতে পারে না। হয়ত এই কারণে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীণ কৃপণতা থেকে বাঁচতে এবং দান করার মন মানসিকতা দিতেন। (কুফাতুল কুলুব, আল কসফুত তাসে ওয়াল ইশরুনা, ১/১৯৫)

সর্বাবস্থায় সদকা করো:

আমীরুল মু'মিনীর হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বর্ণনা করেন: যদি তোমাদের নিকট দুনিয়ার দৌলত আসে, তবে এর মধ্যে থেকে কিছু খরচ করো, কেননা খরচ করার দ্বারা সেটা শেষ হয়ে যায় না এবং যদি দুনিয়ার দৌলত তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে তার মধ্যে থেকে কিছু খরচ করো, কেননা সেটা অবশিষ্ট থাকে না। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/৭৩৮)

দানশীলতা ঈমানের মধ্যে হতে:

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: দ্বীনের গুনাহগার এবং জীবনের মধ্যে দরিদ্র ও দূরাবস্থার অনেক লোক শুধুমাত্র তাদের দানশীলতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করে। (ইহ্ইয়াউল উলুম ৩/৭৪০)

এমন যুগ আসবে:

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তার খুতবার মধ্যে বলেন: অতিসত্ত্বর মানুষের মাঝে এমন এক কঠিন যুগ আসবে। যার মধ্যে বিত্তশালী লোক নিজের সম্পদ মজবুত ভাবে ধরে নিবে। অথচ তাকে এই কথায় হুকুম দেওয়া হয়নি। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং পরস্পর একে অপরের অনুগ্রহকে ভূলে যেও না।

(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৩৭)
(আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু, বাব কি বাইয়িল মুদতর্রি, ৩/৩৪৯, হাদীস ৩৩৮২)

www.dawateislami.net

কৃপণের জন্য বদদোয়া এবং দানশীলের জন্য দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা কাবুল আহবার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: প্রত্যেক সকলের জন্য দুইজন ফেরস্তা নিয়োগ রয়েছে, যারা ডেকে বলে: হে **আল্লাহ্‌**! জমাকারী কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং খরচকারী অর্থাৎ দানশীল কে তাড়াতাড়ী তার প্রতিদান দাও। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৩/৭৬৭)

বানা দে মুঝে নেক নেকো কা সদকা,
গুনাহো ছে হার দম বাচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দানশীলের প্রতি ভালবাসা এবং কৃপণের প্রতি ঘৃণা:

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রাজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: দানশীলের প্রতি অন্তরে ভালবাসা হয়, যদিও সে ফাসিক ফাজির হয়। আর কৃপণ লোকদের প্রতি ঘৃণা হয় যদিও সে নেকার হয়। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৩/৭৬৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্‌ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হতে নেকীর দওয়াত ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে পৌঁছানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সমপৃক্ত হয়ে এলাকায়ি দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মধ্যে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। এলাকায়ি দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে এক মদ্যপায়রি তওবা, দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সমপৃক্ত এবং মাদানী কাজের মধ্যে আমলী ভাবে সম্পৃক্তের অনেক সুন্দর বাহার শুনুন:

নিয়্যত পরিষ্কার মনজিল সহজ

আশিকানে রাসূলে এক মাদানী কাফেলা কানাট ওয়াজ (গুজরাট, ভারত) পৌঁছলো, এলাকায়ি দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে সময় এক মদ্যপায়ীর সাথে সাক্ষাৎ হলো। আশিকানে রাসূল যখন তাকে খুব ইনদিরাদী কৌশিশ করলো, তখন সে সবুজ পাগড়ী ধারীদের নম্রতা ও ভালবাসা দেখলো,

www.dawateislami.net

আর তো সাথে সাথে তাদের সাথে চলে গেলো। আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে গুনাহ থেকে তাওবা করলো, দাঁড়ি মোবারক বাড়লো। সবুজ পাগড়ীর তাজও মাথার উপর সাজিয়ে নিলো। মাদানী পোষাকের ও মন মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো, ছয় দিন পর্যন্ত মাদানী কাফেলা সৌভাগ্য হল, আরো ৯ দিন মাদানী কাফেলা সফরের নিয়্যত করলো, কিন্তু সফরের খরচাদি ছিলো না। একদিন এক আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সে যখন সমাজের বদনাম এবং মদ্যপায়ীকে দাঁড়ি, সবুজ পাগড়ী এবং মাদানী পোশাকে দেখলেন, তখন হতভম্ব হয়ে গেলেন। তখন সে তাকে বললো: এইগুলো সব মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকত এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যদি সুযোগ হয়, তবে ৯২ দিনের সফর করার দৃঢ় ইচ্ছে রয়েছে। তখন ঐ আত্মীয় বললো: টাকার চিন্তা করো না। ৯২ মাদানী কাফেলার মধ্যে সফরের খরচ আমার থেকে নিয়ে নাও এবং সাথে সাথে ৯২ দিন পর্যন্ত তোমার ঘরের খরচাদীর দায়িত্ব আমার দায়িত্বে নিয়ে নিলাম। এই ভাবে ঐ প্রেমীক ৯২ দিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো।

ইয়া খোদা! নিকলো মে মাদানী কাফেলা কি ছাত কাশ!
সুন্নাতো কি তরবিয়ত কি ওয়াক্তে ফিরজলদ থর!
খুব খিদমত সুন্নাতে কি হমে ছদা করতে রহে
মাদানী মাহল আয়ে খোদা হামচে না ছুবে ওমর ভর।

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীন কেমন ছিলেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি তোমাদের বলছি তোমরা কি? আর বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কেমন ছিলেন? যাতে তোমরা নিজের খবর এবং সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ফযীলত জানা হয়ে যায়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো চাওয়া থেকে বাঁচা আর **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করা। এই জন্য তারা হালাল উপার্জন করতেন, প্রবিত্র খেয়েছেন, মধ্যম ভাবে করেছেন এবং দান খয়রাতের মাধ্যমের নিজের সম্পদ নিজের আখিরাতের জন্য আগে পালেন।

যা কিছু তাদের উপর সম্পদের হক আবশ্যক ছিলো। তাতে তারা গড়িমসি করতেন না, এবং না কৃপণতার মাধ্যমে কাজ আদায় করতেন বরং তার অধিকাংশ সম্পদ **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে ফেলেছেন, এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো সমস্ত সম্পদই **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় খরচ করে ফেলেছেন এবং অভাবের সময় বেশি ভাগ **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। একটু বলো! তোমারা কি এই ধরণের? শপথ! তোমাদের সাথে তাদের সামান্যতমও সাদৃশ্য নেই। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মিসকান থাকা পছন্দ করতেন। মুখাপেক্ষীর ভয়ে ভীতিহীন থাকতেন এবং রিযিকের ক্ষেত্রে **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর বিশ্বাস রাখতেন। **আল্লাহ্ তাআলা** যা কিছু তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, এর মধ্যে তার খুশী থাকতেন মুসীবত ও বিপদের সময় **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট, সুখি অবস্থায় কৃতজ্ঞ, অভাবের মধ্যে ধৈর্য্য, শান্তির সময় তার প্রশংসাকারী ছিলেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য বিনয়কারী এবং গর্ব, অহংকার ও অধিক সম্পদের অহংকার থেকে দূরে অবস্থাকারী ছিলেন। তারা দুনিয়াকে লাথী মারলেন এবং তার কাঠিন্যের উপর ধৈর্য ধারণ করেছেন ও তার তীক্ত ঢোক পান করেছেন। এমনকি তার নেয়ামত ও আরাম আরেশ থেকে অমনযোগী ছিলেন। যখন দুনিয়া তাদের প্রতি মনো নিবেশ হতো, তখন তারা দুঃখিত হয়ে যেতো এবং বিনয়ী করে বলতেন: এটা কোন গুনাহের শাস্তি। যেটা সে তাড়াতাড়ি পেল এবং যখন দারিদ্রতাকে নিজের দিকে আসতে দেখতেন, তখন বলতেন: সালেহীনগণের رَحِمَهُمُ اللّٰه السَّلَام অলামতের আগমন মোবারক হোক, যখন তাদের যথেষ্ট সম্পদ অর্জন হতো, তখন দুঃখিত হয়ে যেতো এবং ভীত হতেন আর বলতেন: আমাদের সাথে দুনিয়ার কি সম্পর্ক? সেটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এমনকি তারা ভীতি অনুভব করতেন। আর যখন কষ্ট ও দুশ্চিন্তা অবরতন হতো, তখন এর উপর খুশী হতেন ও বলতেন: এখন আমার প্রতিপালক আমার উপর দয়ার দৃষ্টি দান করেছেন। এটা ছিলো সালেহীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰه السَّلَام অবস্থা এবং তাদের গুনাবালী, আর তাদের ফযীলত তো এই পরিমাণ যে, যার বর্ণনা সম্ভব নয়। আরো বলেন: এখন আমি তোমাদের অবস্থা বর্ণনা করবো, যেগুলো তাদের গুনাবলীর বিপরীত, তোমার বিত্তবান অবস্থায় অবাধ্য হও,

www.dawateislami.net

বিলাসীতা করো, নেয়ামতের উপর **আল্লাহ্ তাআলা** শোকর আদায় করো না। কষ্ট অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করো না, পরীক্ষার সময় অসন্তুষ্ট হও এবং তার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হও না। (ইহ্ইয়াউল উলুম ৩/৭৯৮-৮০০)

আমীর হে ইয়ে কোরআন ও দ্বীনে খোদা কি।
মদারে হোদা ইতিবারে সাহাবা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কি পরিমাণ সহজ প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বে ও তাদের মধ্যে কিছু হযরত ধনাঢ্য ছিলেন। কিন্তু তারপরেও তাদের মাঝে সব সময় **আল্লাহ্‌**র ভয় বিজয়ী ছিলো। ধন সম্পদ অধিক থাকা সত্ত্বেও এই হযরতগণ কৃপণতার মতো খারাপ রোগ নিজের নিকট আসতে দিতেন না, সব সময় ধন-সম্পদ জমা করা, রাজা ও বড় হওয়া এবং শান শওকত ভাবে থাকার ইচ্ছা পোষণ করতেন না। এই হযরতগণ দারিদ্রময় জীবন অতিবাহিত করতে নিজের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** নেয়ামত মনে করতেন। ইসলামের জন্য ধন-সম্পদ খরচ করতে এমনকি গরীব মিশকীন এবং অভাবীদের অন্তর খুলে খরচ করতেন। আসুন! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুর্যুগানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দানশীলতা কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনা শুনি: অতঃপর

সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দানশীলতা:

❊ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একবার নয়শত পঞ্চাশ (৯৫০) উট, পঞ্চাশ (৫০) ঘোড়া এবং এক হাজার (১০০০) আশরাফী **আল্লাহ্** রাস্তায় দিয়ে দিলেন। তার পর পরে দশ হাজার (১০০০) আশরা ফিয়া আরো দান করলেন। (মিরআতুল মানাজীহ ৮/৩৯৫) ❊ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার সাত শত (৭০০) উট সাথে সরঞ্জমাদি **আল্লাহ্‌**র রাস্তায় দান করে দিলেন। একবার চার হাজার (৪০০০) দ্বিতীয় বার চল্লিশ হাজার (৪০০০) দিরহাম এবং তৃতীয় বার পাঁচশত (৫০০) ঘোড়া এবং

পাঁচশত উট **আল্লাহ্** রাস্তায় দিয়ে দিলেন। ওহুদের সময় এক হাজার (১০০০) ঘোড়া এবং পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০) দীনার সদকা করেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان জন্য চারশত (৪০০) দীনার করে। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهَا এবং অন্যান্য পবিত্র বিবিগণের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُنَّ জন্য একটি বাগান অছিয়ত করে গেলেন। যিনি চল্লিশ হাজার (৪০০০) দীনারের মালিক ছিলেন। (কারামাতে সাহাবা, ১২৬ পৃষ্ঠা)

❈ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا নিজের পছন্দনীয় জিনিস তাড়াতাড়ি **আল্লাহ্**র রাস্তায় দান করে দিতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ তাঁর জীবনের এক হাজার (১০০০) গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছেন। (কারামাতে সাহাবা, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

❈ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে মানুষেরা দানশীলতা ও হৃদয়বানের জন্য দানশীলতার দরিয়া এবং মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দানশীল বলতেন। (কারামাতে সাহাবা, ২২৩ পৃষ্ঠা)

বুযুর্গানে দ্বীনের দানশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তার জীবনে দুইবার তার সমস্ত সম্পদ **আল্লাহ্**র রাস্তারা দান করে দিয়েছেন। তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর দানশীলতার এরূপ অবস্থা ছিলো যে, তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ মদীনা বাসী আনেক গরীবের ঘরের মধ্যে এমনি গোপনভাবে টাকা পাতেন যে, ঐ গরীবরা জানতো না যে, এই টাকা কোত্তেকে আসলো? কিন্তু যখন তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর ইন্তেকাল হয়ে গেলো, তখন ঐ গরীবদের জানা হলো যে এইগুলো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর দান ছিলো। (সিয়ারে ইলামুন নাবলা আলী বিন হুসাইন ...... শেতষ ৫/৩৩৬-৩৩৭) ❈ হযরত সায়্যিদুনা আজীয উদ্দিন বিন আব্দুস সালাম সুলামী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ গরীব হওয়া সত্বেও খুব সদকা ও খয়রাত করতেন। যদি কোন অভাবী আসতো এবং তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর নিকট দেওয়ার মতো কিছু না থাকতো, তখন তার পাগড়ী শরীরের কিছু অংশ কেটে তাকে দিয়ে দিতেন। (তবকাতুশ শাফিয়া লিসাবকি, আততাবকাস সাদেসা ফিমান তুয়াফ্‌ফা বায়নাস সিত্তা মিয়া ওয়া সারয়অশিয়া, ৮/২১৪)

❋ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এতই সম্পদশালী ছিলেন যে, ৩০০ ব্যাক্তি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হিসাব রক্ষণের জন্য নিয়োগ থাকতো। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার সমস্ত সম্পদ ইলমে দ্বীনের বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করে দিলেন। এমন কি তার কাপড়ের কোন উত্তম জোড়াও ছাড়েননি। (রাহে ইলম, ৬৪ পৃষ্ঠা)

সাহাবা হে তাজে রিসালাত কি লশকর,
রাসূলে খোদা তাজেদারে সাহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দানশীলতার ব্যাপারে সাহাবয়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কি পরিমাণ মাদানী মন মানসিকতা ছিলো। এই জন্য আমাদেরও **আল্লাহ্ তাআলার** জাতের উপর ভরসা করে তার প্রদত্ত রিযিক থেকে অভাবী নিস্ব আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী, স্ত্রী, ইয়াতীম, ছাত্র এবং অন্যান্য হকদার ব্যাক্তিদের জন্য খরচ করার পাশাপাশি অন্যান্য নেকীর কাজের মধ্যে খরচ করার অভ্যাস ছাড়া উচিৎ। দানশীল ব্যাক্তি আর্থীকভাবে প্রশান্তীময় জীবন অতিবাহিত করে। তার সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে বরকত **আল্লাহ্ তাআলার** তার উপর এমন দয়া করেন যে, মানুষের অন্তরের মধ্যে তার প্রতি ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমনভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “যিয়ায়ে সাদাকাত” ১২৭ পৃষ্ঠা উল্লেখ রয়েছে: কোন বুযুর্গের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, দানশীলতা উত্তম, নাকি সাহসীকতা অর্থাৎ বাহাদুরী। **আল্লাহ্ তাআলা** থাকে দানশীলতা দেন, তার সাহসীকতার প্রয়োজন নেই। লোকেরা আপনা আপনি তার দিকে ঝুকে পড়ে।

(যিয়ায়ে সদাকাত, ১২৭ পৃষ্ঠা)

মানুষের মধ্যে সাধারণত যখন কোন দানশীল ব্যাক্তির আলোচনা হয়, তখন যে কোন ভাল কাজের সাথে তার আলোচনা করে, এমনকি তার শত্রুও দানশীলতার কারণে তার প্রশংসা ছাড়া ক্ষান্ত হন না। দুঃখী ব্যাক্তিরা তাদের অন্তরের গভীর থেকে তার জন্য দোয়া করেন।

www.dawateislami.net

এই ধরনের ব্যাক্তিদের কে **আল্লাহ্‌ তাআলার** পছন্দনীয় বান্দাদের মধ্যে সম্পৃক্ত করেন এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হবে। অতঃপর

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللّٰهَ جَوَادٌ يُّحِبُّ الْجَوَادَ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْاَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا অর্থাৎ **আল্লাহ্‌ তাআলা** দাতা এবং দানশীলকে পছন্দ করেন, এমনকি **আল্লাহ্‌ তাআলার** কাছে উত্তম চরিত্র পছন্দ এবং মন্দ চরিত্র অপছন্দ।" (মুসন্নফ ইবনে শায়বা কিতাবুর আদব, বাব মা জাকারা ফিস শাহ, ৬/২৫৪ হাদীস- ১১) অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "اَلْجَنَّةُ دَارُالْاَسْخِيَاءِ অর্থাৎ জান্নাত দানশীলদের ঘর।"

(ফিরদৌসিল আখবার, বাবুল জীম জুকিরাল ফুছুল মিন আদওয়াত, ১/৩৩, হাদীস- ২৪৩০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দানশীলতার কিভাবে অর্জিত হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও হাদীসে মোবরকার মধ্যে বর্ণিত দানশীলতার ফযীলত অর্জন করতে চাই, তবে আমাদের শুধুমাত্র আমলীভাবে দানশীলতা অবলম্বন করাটা অবশ্যই কষ্ট হবে। কিন্তু যদি কছি পদ্ধতির উপর আমল করা যায়, তবে ধীরে ধীরে দানশীলতার দিকে ধাবিত হয়ে যাবে এবং কৃপণতা বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

আসুন! দানশীলতার গুনাবলী অর্জন করার উৎসাহের জন্য কিছু পদ্ধতি শুনি: (১) সময়ে সময়ে **আল্লাহ্‌ তাআলার** দরবারে এই গুনাবলীর জন্য দোয় করুন। দোয়ার বরকতে বড় থেকে বড় কাজ হয়ে যায় এবং হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে: "اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার।" (মুসতাদরাক, কিতাবুদ দোয়, বাবু আদ দোয়ায়ু সিলাহুল মু'মিন ২/১৬২, হাদীস- ১৮৫৫) (২) দানশীলতার ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত, হাদীসের রিওয়ায়েত ও ঘটনাবলী বারবার পড়ুন বা শুনুন এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করুন।

(৩) কৃপণতার তিরস্কার সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস, রিওয়াত ও ঘটনাবলীর মধ্যে গভীর চিন্তা করুন এবং বাঁচার চেষ্টা করুন। (৪) দানশীলতার মধ্যে পাওয়া মহান সাওয়াব এবং **আল্লাহ্‌**র সন্তুষ্টির এমনকি কিছু দিক উদাহরণস্বরূপ- যাকাত, ওয়াজীব সদকা আদায়ের ক্ষেত্রে কৃপণতার কারণে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং **আল্লাহ্‌ তাআলা**র অসন্তুষ্টি দৃষ্টির সম্মুখে রাখুন! (৫) নিজের মৃত্যুকে বেশে পরিমাণে স্মরণ করুন যে, আমার মৃত্যুর পর এই সম্পদ আমার কোন কাজে আসবে না এবং সবগুলো এখানেই থেকে যাবে। এই জন্য দানশীলতার মধ্যেই ক্ষমা। (৬) নফস ও শয়তান যখন কৃপণতা করার পরামর্শ দেয়, তখন সব সময় তার বিরোধীতা করবেন। দান করার কারণে সম্পদে ঘাটতির ভয় না করে **আল্লাহ্‌ তাআলা**র জাতে উপর ভরসা করুন ও নফসের উপর জোর করে নেক কাজে খরচ করতে এবং গরীবদের সাহায্য করতে কখনো হাত গুটাবেন না। (৭) এমন লোকদের সংস্পর্শ গ্রহণ করুন, যাদের বরকতে খরচ করার মন মানসিকতা তৈরী হয়। আর এমন লোকদের থেকে দূরে থাকুন। যারা কৃপণতার দিকে পথ দেখায়। (৮) দানশীলতার গুনাবলী অর্জন করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকশিত হজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর লিখিত কিতাব “ইহয়াউল উলুম: (অনুবাদ ৩য় খন্ড) “মুকাশাফাতুল কুলুব” “মিনহাজুল আবেদীন” এমনকি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা “মদীনার মাছ” “যিয়ায়ে সাদাকাত” ও “সদকে কা ইনআম” ইত্যাদি অধ্যয়ন করুন। (৯) প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদনী ইনআমাতের রিসালাও পূরণ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে ভাল গুনাবলী ও অভ্যাস অবলম্বন করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ঐ দানশীলতার মতো ভলো অভ্যাস অবলম্বনের জন্য ওলামায়ে কিরামগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার মন মানসিকতা দিয়েছেন। যেমনি ভাবে মাদানী ইনআম নাম্বার ৬২ তে রয়েছে; “আপনি কি এ মাসে কোন সুন্নী আলিম। (বা মসজীদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম) কে ১১২ টাকা অথবা কমপক্ষে ১২ টাকা উপহার হিসেবে দিয়েছেন? (অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চারা ব্যাক্তিগত টাকা দিতে পারবে না)”

اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী ইনআমের উপর আমলের বরকতে কৃপণতা চলে যাবে এবং ভাল কাজে সম্পদ খরচ করার মন মানসিকতা হবে।

কিতাব "যিয়ায়ে সাদাকাত" এর পরিচিতি

সদকার ব্যাপারে আরো জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ৪১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাবে যিয়ায়ে সদাকাত এর অধ্যয়ন খুবই উপকারী এই কিতাব ১৯ অধ্যায় সম্বলিত এবং প্রতিটি অধ্যায়ে সদকা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে উপর গুনাবলী আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সদাকার অর্থ ও প্রকার, ফরয যাকাতের বর্ণনা, যাকাত কাকে দেওয়া যাবে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম আচরনের ফযীলত, সম্পদ জমা করা কেমন? কৃপণতার তিরষ্কার ইত্যাদি اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর অধ্যয়নকারী জ্ঞানের খনির স্তুফ অর্জিত হবে। এই জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাবটি হাদিয়া দিয়ে ক্রয় করে নিজেও পড়ুন এবং অন্য ইসলামী ভাইকেও এর প্রতি উতসাহিত করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এর মাধ্যমেও পড়া যাবে। ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউট করা যাবে।

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামীর ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মহান দানশীলতা সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। **আল্লাহ্ তাআলা** তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে অধিক সম্পদের পাশাপাশি দানশীলতা, ভরসা, ভ্রাতৃত্ব্য এবং আত্মীয়তার মতো বন্ধনের নেয়ামতও দান করেছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দানশীলতার অবস্থা এরূপ ছিলো যে, হাজার নয় লক্ষ দিরহাম গরীবদের মধ্যে বন্টন এবং **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় দান করতেন। কিন্তু কখনো মাথা কুচকাতেন না। কখনো কোন অভাবী কে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। ধন-সম্পদ কাছে থালে অস্থির হয়ে যেতেন এবং তা অভাবীদের মধ্যে বন্টন বা **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় খরচ করে প্রশান্তি অনুভব করতেন।

এই মহান দানশীলতার কারণে **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশী হয়ে উহুদের যুদ্ধে তাঁকে 'তালহাতুল খাইর'। উশাইরার যুদ্ধে 'তালহাতুল ফায়াদ' এবং হুনাইনের যুদ্ধে 'তালহাতুল জুগদ' এর মতো সুমহান উপাধী প্রধান করেন। এমনকি একের অধিক তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অমাদেরও উচিৎ যে কৃপণতাকে ছেড়ে দানশীলতা অবলম্বন করা চেষ্টা করা। অবশ্য কৃপণতা একটি ধ্বংসযজ্ঞ বিপদ, ইসলাম কোন জিনিষকে এইভাবে নিঃশেষ করেনি, যেভাবে কৃপণতাকে নিঃশেষ করেছে। এই করণে বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কৃপণতার অমঙ্গল থেকে অনেক দূরে থাকতেন আর সব সময় ধৈর্য্য সহিঞ্চুতা এবং ভরসা ও দানশীলতার কাজ আদায় করতেন না। তাঁদের দানশীলতার তো এই অবস্থা ছিলো যে, নিজের পছন্দনীয় জিনিস **আল্লাহ্‌**র রাস্তায় খরচ করতেন। **আল্লাহ্ তাআলা** অমাদের সাহাবয়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিশেষ করে হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সদকায় দানশীলতার দৌলতে ভরপুর করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী চ্যানেলের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান সময়ের মধ্যে মিডিয়া মন-মানসিকতা ও চরিত্র গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর প্রভাব ভালো হোক বা খারাপ এই কথা প্রমাণীত হয়ে গেছে যে, ভালো ও খারাপ চিন্তা ও মতবাদ প্রচারের জন্য মিডিয়া এক সর্বোত্তম ও প্রভাবিত মাধ্যম। অনেক মানুষ তার নির্দিষ্ট পথ ভ্রষ্টতা ও বাতিল মতবাদ প্রচারের জন্য দিন রাত এর ভরপুর ব্যবহার করতে লাগলো। যার করণে মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম এই সব খারাপ প্রভাব ও চিন্তার কাজে চলে এসেছে। এমনিতে প্রত্যেক হৃদয়বান অন্তরের একটাই ধ্বনি; হায়! কোন মিডিয়ার মাধ্যমে গুনাহের এই জোয়ারের মধ্যে ভাসমান মুসলমান পুরুষ-মহিলা, বাচ্চা-বৃদ্ধদের বাঁচিয়ে নেয়া এবং এক নিষ্ঠাপূর্ণ ইসলামী চ্যানেল শুরু করে কোরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলীশে শূরা খুব কঠের ভাবে অনুভব করলেন যে, মিডিয়ার এই যুদ্ধে নতুন তাহিয়ার ও সরঞ্জমাদি ছাড়া শয়তানী ব্যাক্তির মোকাবিলা করা খুবই কঠিন।

আজ হয়তো কোন ঘরই **T.V.** ছাড়া নেই, প্রবল ধারণা এটাই যে মুসলমানদের ঘর থেকে **T.V.** বের করা অনেক কঠিন। ব্যস একটি পদ্ধতিই চোখে আসলো যে, যেমনিভাবে সমুদ্রে জোয়ার আসে তো তখন এর মুখ ক্ষেত ইত্যাদির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যাতে ক্ষেতি ও পানিতে সিক্ত হয় এবং চাষাবাদকেও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যায়। এইভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর মাধ্যমে মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত করা যায়। যখন এই বিভাগ সম্পর্কে জানা গেলো, তখঝন জান গেলো যে, **T.V.** চ্যানেল খুলে সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা সঙ্গীতের ধ্যান এবং মহিলা প্রদর্শনী থেকে বেঁচে ১০০ ভাগ করাটা অনেক টাকার বিনিময়ে কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। অতপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকাযি মজলীশে শূরা অনেক প্রচেষ্টা করে রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী অনুসারে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সুন্নাতের বার্তা ব্যাপক করা শুরু করে দিলেন। আর দেখতে দেখতে এর আশ্চর্য্যজনক ফলাফলও সামনে আসতে লাগলো দা'ওয়াতে ইসলামী খারাপ আকীদা, খারাপ আমলের বিরোদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য প্রমাণীত ভাবে মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে ইসলামের প্রচার ও সঠিক আকীদার প্রাধান্যের জন্য মাদানী চ্যানেলের সূচনা করে যে মহান কাজ করলেন, এর যতই প্রশাংসা করা হবে, কম হবে। এই জন্য আমাদের উচিৎ যে, আমাদের সবাইকে এই মহান মাদানী কাজের মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সহযোগিতা ও মাদনী চ্যানেল দেখার দাওয়াতকে ব্যাপক করার ধারাবাহিকতা অব্যাহৃত রাখা **আল্লাহ্ তাআলা** দা'ওয়াতে ইসলামীর সমস্ত মজলীশ মাদানী চ্যানেলকে সহ দিন রাত উন্নতী দান করুন।

মাদানী চ্যানেল কি মুহিম হে নফস শয়তান কি খিলাফ
জু ভি দেখেগা করে গা اِنْ شَآءَاللّٰه ইতরাপ।
নফস আম্মরা পে দ্বরব এইছি লাগে গি জোর দার,
তে নাদামাত কি ছবর দেগা গোনাহ্ গার আশকুবার।
আল্লাহ্ করম এইছা করে তুঝপে জাহা মে,
এ দা'ওয়াতে ইসলামীর তেরী ধুম মাছীহো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের এক মাদানী কাজ
“এলাকয়ি দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দানশীলতার পতাকাধারী হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ফয়যে ফয়েয প্রাপ্ত হতে এবং সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان জীবনীর উপর আমল করতে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে বড় ছোট অংশ নিন। জেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে বড় ছোট অংশ নিল। জেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে থেকে সাপ্তাহিক এক মাদানী কাজ এলাকায়ি দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত নেকীর দাওয়াত দেওয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ ফরয যে, সমস্ত আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام বরং **সায়্যিদুল আম্বীয়্যা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পানো হয়েছে। ঐ সব পবিত্র বুযুর্গগণ অজস্র কষ্ট সহ্য করা সত্বেও নেকীর হুকুম দিতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে এই মহান ফরযকে ছেড়ে দেননি। আল্লামা যুরকানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ শরহে মাওয়াহিবে বলেন: বিশেষ করে হজ্বের সময় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অভ্যাস মোবারক ছিলো যে, যখন আরব বাসীদের দূর দূরান্ত থেকে আসতো গোত্রে পরিভ্রমন করে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এইভাবে আরবে সময়ে সময়ে অনেক মেলা হত। যেখানে দূর দূরান্ত থেকে গোত্র একত্রিত হত। ঐ সব মেলায় **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইসলামের প্রচারের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন। **(শরহুস মাওয়াহিব, যিকির আরদুল মুস্তফা শেষ, ২/৭৩)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আমাদেরকেও আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام এবং **সায়্যিদুল আম্বীয়া** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য প্রতি সপ্তাহে এলাকায়ি দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মধ্যে অংশগ্রহণের উৎসাহ দিচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এলাকায়ি দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের বরকতে মসজিদে নামাযীর সংখ্যা বেড়ে যায়।

অনেক সময় এমন হয় যে, এলাকায়ি দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজের বক্র হওয়া ব্যাক্তি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে নামায ও সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে গেলো। এই জন্য আমাদের ও সময় বের করে এই মহান মাদানী কাজের বড় ছোট অংশ নেওয়া উচিৎ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ী বাঁধার কিছু মাদানী ফুল

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয়টি পবিত্র ও মহান বাণী: ✱ "পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) থেকে উত্তম।" (আল ফিরদৌস বিমাসুওরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত) ✱ "আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রত্যেক প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি নূর দান করা হবে।" (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭২৫) ✱ "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর ফেরেশতারা জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরন করেন।" (আল ফিরদৌস বিমাসুওরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫২৯) ✱ "পাগড়ী সহকারে নামায পড়া দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ।" (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

✱ "পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমার সমান।" (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত) ✱ "পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।"

(কানযুল উম্মাল, ১৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, নং- ৪১১৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِىْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net